স্তুপের মধ্যে থেকে বেছে নিচ্ছেন নিজের পছন্দের পোশাক

পবিত্র মাহে রমজানের শেষ মুহূর্তে এসে জমজমাট হয়ে উঠেছে মেহেরপুরের ঈদ বাজার। রমজানের শুরুর দিকে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি কম থাকলেও এখন বিভিন্ন মার্কেট ও দোকানপাটে দেখা যাচ্ছে উপচে পড়া ভিড়।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্যবসায়ীরা। দোকানের ভেতরের আনাচে-কানাচে ক্রেতাদের ভিড়। এমন অবস্থায় স্তূপ করা কাপড়ের মাঝ থেকে নিজেদের পছন্দের পোশাক বেছে নিচ্ছেন ক্রেতারা।

কিছু কিছু পোশাকের দাম রাখা হচ্ছে আকাশচুম্বি। ফলে সমস্যায় পড়ছেন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ। তবুও দরদাম শেষে অনেকেই পরিবারের জন্য নতুন পোশাক, স্যান্ডেল-জুতা ও নানা ধরনের জুয়েলারি কিনে বাড়ি ফিরছেন।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে গাঢ় রঙের পোশাক বেশ জনপ্রিয়। জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি ও কুন্দন দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের বিক্রিও ভালো।

বাজারে সারারা, গারারা, গ্রাউন্ড ফ্রক, কুর্তি, লেহেঙ্গা, ওয়ান পিস, টু-পিস ও থ্রি-পিসসহ নানা ধরনের পোশাকের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা।

প্রতি বছরের মতো এবারও পোশাকের দাম বেড়েছে। তবে মানের দিক দিয়ে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা।
বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন নামের পোশাক ১ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ৫/৬ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও এবার শুধু নাম পরিবর্তন করে সেগুলোই আরও বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ক্রেতা।

মুজিবনগর থেকে বাজার করতে আসা আব্দুর সাত্তার বলেন, “প্রতিবছরের মতো এবারও আমি মেহেরপুরেই বাজার করতে এসেছি। আমাদের বাজেট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পেরে ভালো লাগছে। ঈদের জন্য পরিবারের সব কেনাকাটা শেষ করেছি।”

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক শহিদুল ইসলাম বলেন, “পরিবার নিয়ে বাজারে এসেছি। কিন্তু পোশাকের দাম অনেক বেশি। দুইটার জায়গায় একটা কিনতে হচ্ছে। কারও জন্য কিনতে পারছি, আবার কারও জন্য পারছি না। আয়ের সঙ্গে ব্যয় মেলাতে কষ্ট হচ্ছে।”

শহরের কালাচাঁদপুর এলাকার অটোচালক কিতাব আলী বলেন, “বাজারে পছন্দসই অনেক পোশাক রয়েছে। তবে ডিজাইনের কারণে দাম অনেক বেশি। বড়দের জন্য দেশি পোশাক কিনব, আর সন্তানদের জন্য তাদের পছন্দমতো পোশাক কিনতেই হবে।”

মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের শিক্ষক শফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী লাভলি ইয়াসমিন বলেন, “এখন শুধু পোশাক নয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে স্যান্ডেল, জুতা, জুয়েলারি ও কসমেটিকও কিনতে হচ্ছে। বাজারে প্রতিযোগিতা বেশি, তাই দরদাম করে কিনতে হচ্ছে। নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলে সাধারণ ক্রেতারা প্রতারিত হতো না।”

ব্যবসায়ীরা জানান, রমজান উপলক্ষে বেচাকেনা ভালো হলেও আরও বাড়ার আশা করছেন তারা। তবে দিনের বেলায় ক্রেতাদের ভিড় থাকলেও ইফতারের পর থেকে ক্রেতাদের আনাগোনা কমে যাচ্ছে। নিরাপত্তার আশঙ্কায় অনেকেই গ্রাম থেকে রাতে শহরে বাজার করতে আসছেন না।

স্মার্ট ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী আরাফাত রহমান বলেন, “এ বছর বেচাকেনা খুবই ভালো। তবে দিনের তুলনায় রাতে একটু কম। রাস্তাঘাটের অবস্থার কারণে কিছুটা ভয় থাকে, কিন্তু দিনের বেলায় আল্লাহর রহমতে ব্যবসা ভালো।”

নতুন শাহ বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা দেবু বলেন, “রমজানের কারণে বিক্রি ভালো। ঈদ যত ঘনিয়ে আসবে, বিক্রি আরও বাড়বে বলে আশা করছি।”

শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের দোকান আগারগাঁও বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী মোহন কুমার চৌধুরী জানান, “এবার ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানি পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বিক্রিও বেশি হচ্ছে।”

এপেক্স শোরুমের ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন ও বাটা শোরুমের ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমাদের পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। এখানে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”

পোশাক ব্যবসায়ী অমি ফ্যাশনের মালিক ছানোয়ার হোসেন বলেন, “বেশি দামে পোশাক কিনে বাজারজাত করতে হচ্ছে বলেই এবার দাম কিছুটা বেশি। তবে বাজারে পছন্দের পোশাকের কোনো অভাব নেই।”

বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ও জামান বস্ত্রালয়ের মালিক মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, “এবারের রমজান ব্যবসার জন্য ভালো যাচ্ছে। মেয়েরা গরমের কারণে হালকা রঙের পোশাক বেশি কিনছে, আর শিশু-কিশোররা গাঢ় রঙের পোশাক পছন্দ করছে। তবে আগে গ্রামের মানুষ রাতেও বাজার করতে আসত, এখন রাতে গ্রাহক কমে গেছে। আইনশৃঙ্খলার কিছুটা শঙ্কাও রয়েছে।”

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় জানান, “রমজান ও ঈদকে সামনে রেখে নিরাপদ কেনাকাটার পরিবেশ নিশ্চিত করতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে বিষয়ে পুলিশ সতর্ক রয়েছে।”

ঝিনাইদহে মৃত ক্রেতার পরিবারকে ওয়ালটন প্লাজার আর্থিক সহায়তা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নেবুতলা গ্রামের গৃহিণী বেদানা খাতুন ওয়ালটন প্লাজা থেকে কিস্তিতে একটি ফ্রিজ কিনেছিলেন। দুই কিস্তি পরিশোধের পর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ প্রেক্ষিতে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে ওয়ালটন প্লাজা কর্তৃপক্ষ।

ওয়ালটনের ‘কিস্তি ক্রেতা ও পরিবার সুরক্ষা নীতি’ এর আওতায় বাকি সব কিস্তি মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের অগ্নিবীনা সড়কের ওয়ালটন প্লাজায় বেদানা খাতুনের স্বামী হায়দার আলীর হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান ফয়সাল ওয়াহিদ, কো-অর্ডিনেটর গোলাম মোস্তফা, চিফ ডিভিশনাল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম, ক্রেডিট ম্যানেজার আবু সালেহ এবং ম্যানেজার এস. এম. সাদিক-ই-নূর।

ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার সাদিক-ই-নূর বলেন, ক্রেতা মারা গেলে কিস্তি মওকুফসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান ওয়ালটনের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ওয়ালটনই এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। কিস্তিতে পণ্য কেনার পর ক্রেতা মারা গেলে তার পরিবারের কোনো দায়ভার থাকে না। ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মেহেরপুরে জমে উঠেছে ঈদের বাজার, ক্রেতাদের ভিড়

পবিত্র মাহে রমজান শেষে মেহেরপুর শহরের বাজার এখন পুরোপুরি ঈদের আমেজে ভরপুর। প্রতিটি দোকানে ক্রেতাদের ভিড় যেনো ঈদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকলেই তাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে ব্যস্ত, যেন ঈদের প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেমে না থাকে।

শহরের বিভিন্ন অভিজাত বিপনী বিতান শপিংমল এমনকি ফুটপাত উপচেপড়া ভিড়। সকাল থেকে দুপুর ও বিকেল থেকে সন্ধ্যারাত পর্যন্ত রূপ নেয় ক্রেতা ও দর্শনার্থী সমুদ্রে। উদ্দেশ্য আসন্ন ঈদুল ফিতরের জন্য নতুন পোশাক এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ কেনা।

গেল বছরের তুলনায় একটু দাম বেশি বলেও দাবী ক্রেতাদের। ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দরকসাকসির শেষে বাড়ি ফেরার পথে সবার হাতেই থাকছে এক বা একাধিক নতুন কাপড়ে ভরা ব্যাগ।

রবিউল ইসলাম নামের এক ক্রেতা জানান “আমাদের বাজেট অনুযায়ী কেনাকাটা করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। ঈদে পরিবারের জন্য সব কিছু কেনা হয়ে গেছে, এবার শুধু আনন্দে মেতে ওঠা বাকি।”

নয়ন স্টারের স্বত্বাধিকারী বলেন, “আগের চেয়ে বিক্রি ভালো হয়েছে। আগামী দিনে আশা করছি আরও ভালো হবে, কারণ ক্রেতাদের আগমন বেড়েছে।”

মেয়েদের পোশাকের মধ্যে এবার পাথরের কাজের তুলনায় সুতার কাজের কামিজগুলো ভালো চলছে। বিাভিন্ন দোকান ঘুরে দোকানী ও ক্রেতাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ভারতীয় কাপড়ে জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি, কুন্দন ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের চাহিদা আছে বেশ। সূতি পোশাকের চাহিদাটা একটু বেশি।

জামান বস্ত্রালয়ে মালিক ও মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, “এবারের রমজান ব্যবসার জন্য খুব ভালো ছিল। মেয়েরা গরমে হালকা রঙের জামা কাপড়ে প্রাধান্য বেশি দিচ্ছে তাই হালকা রঙের কাপড় ভালো বিক্রি হচ্ছে এছাড়াও উৎসবের কারণে গাঢ় রঙের পোশাকও বিক্রি হচ্ছে বেশ। আলহামদুলিল্লাহ, বেচাকেনা ভালো চলছে। আশা করি ঈদের পর্যন্ত আরো উন্নতি হবে।”

নতুন শাহবস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী দীপঙ্কর সাহা দেবু জানান, “রমজান উপলক্ষে বেচাকেনা ভালো ছিল, তবে আরও একটু ভালো হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তবে, আমরা আশা করছি শিগগিরই আরও বিক্রি হবে।”

মিম নামের আরেক ক্রেতা বলেন, “আমরা বাজার করতে এসেছি এবং রমজানে আমাদের বাজেট অনুযায়ী শপিং করতে পারছি, যা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। এবার ঈদে অনেক কিছু কিনতে পারছি, যা আগে সম্ভব হতো না।”

এবারে ঈদের বাজারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে থ্রি পিস, শাড়ি এবং ছোট বাচ্চাদের পোশাক। বাজারে আগত ক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবার ঈদ শপিংয়ে অনেক বেশি ভালো লাগছে, কারণ পছন্দমত সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।